দেশি মুরগি পালন পদ্ধতি: Free PDF/বই

বাংলাদেশ ও ভারতের গ্রামীণ প্রেক্ষাপটে দেশি মুরগি পালন অত্যন্ত পরিচিত, ঐতিহ্যবাহী এবং সম্ভাবনাময় একটি খাত। এটি শুধু গ্রামীণ পরিবারের আমিষের চাহিদা পূরণ ও পারিবারিক অর্থনৈতিক সুরক্ষাই প্রদান করে না, বরং সঠিক বাণিজ্যিক পরিকল্পনা ও আধুনিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে এটি একটি স্বাধীন ও লাভজনক উদ্যোক্তা উদ্যোগে পরিণত হতে পারে।

বাণিজ্যিক বয়লার বা লেয়ার মুরগির তুলনায় দেশি মুরগির রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা অনেক বেশি, খাদ্য খরচ কম এবং প্রতিকূল আবহাওয়ার সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার ক্ষমতা অসাধারণ।

বাজারে দেশি মুরগির মাংস ও ডিমের চাহিদা সবসময়ই তুঙ্গে এবং এর দরও বেশি। এই বিস্তৃত নির্দেশিকাটিতে দেশি মুরগির খামার স্থাপন, আধুনিক ব্যবস্থাপনা, খাদ্য নির্দেশিকা, প্রজনন, রোগ প্রতিরোধ এবং আর্থিক লাভজনকতার বিস্তারিত বিবরণ আলোচনা করা হলো।

১. দেশি মুরগির জাত ও শারীরিক বৈশিষ্ট্য

দেশি মুরগি প্রধানত স্থানীয় আবহাওয়ায় অভিযোজিত এক ধরনের স্বাভাবিক প্রজাতি। এদের নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যের ওপর ভিত্তি করে খামারের লক্ষ্য (ডিম বা মাংস) নির্ধারণ করা যায়।

সাধারণ ও উন্নত জাতের বৈশিষ্ট্য

- রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা: দেশি মুরগির সহজাত রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা অত্যন্ত শক্তিশালী। এরা স্থানীয় আবহাওয়ার ওঠানামা সহজে সহ্য করতে পারে।

- খাদ্য ও স্বভাব: এরা অলসভাবে বসে না থেকে উন্মুক্ত স্থানে চরে বেড়ায় এবং প্রাকৃতিক পোকা-মাকড়, শস্যদানা ও ঘাস খায়।

- উৎপাদন ক্ষমতা: সাধারণ পরিবেশে প্রতিটি দেশি মুরগি বছরে ৪০–৬০টি ডিম দেয়। তবে উন্নত সুষম খাদ্য ও আলো-বাতাসযুক্ত শেড নিশ্চিত করলে এটি ৮০–১০০টি পর্যন্ত বাড়ানো সম্ভব।

- শারীরিক ওজন: একটি পূর্ণবয়স্ক মোরগ ১.৫ কেজি থেকে ২.৫ কেজি এবং একটি পূর্ণবয়স্ক দেশি মুরগি ১.০ কেজি থেকে ১.৮ কেজি পর্যন্ত হয়ে থাকে।

প্রধান প্রজাতি ও সংকর জাত

জাত/প্রজাতির নাম	বিশেষ শারীরিক বৈশিষ্ট্য	বার্ষিক ডিম উৎপাদন	উপযুক্ততা
সাধারণ দেশি	হালকা গড়ন, বিভিন্ন রঙের পালক, চটপটে	৪০–৬০ টি	মুক্ত বা আধা-বদ্ধ পালন
আসিল **(Aseel)**	অত্যন্ত শক্তিশালী, চওড়া বুক, লড়াকু প্রবৃত্তি	৬০–৮০ টি	প্রধানত মাংস উৎপাদনের জন্য
ফাউমি **(Fayoumi)**	মিশরীয় জাত, অত্যন্ত চটপটে ও সহনশীল	১৫০–১৮০ টি	ডিম উৎপাদন ও সংকরায়ন
নেকেড নেক **(Naked Neck)**	গলায় ও ঘাড়ে পালক থাকে না, তাপসহনশীল	৮০–১২০ টি	গরম আবহাওয়া অঞ্চল
সোনালি (সংকর জাত)	RIR ও Fayoumi-এর সংকর প্রজাতি	১৩০–১৫০ টি	বাণিজ্যিক ডিম ও মাংস

২. খামার স্থাপন ও স্থান নির্বাচন

একটি সফল খামারের ভিত্তি হলো সঠিক স্থান নির্বাচন এবং বিজ্ঞানসম্মত ঘর নির্মাণ। উপযুক্ত পরিবেশ না থাকলে ভালো জাতের মুরগিও কাঙ্ক্ষিত উৎপাদন দিতে পারে না।

স্থান নির্বাচনের মূল শর্তাবলি

১. উঁচু ও পানি নিষ্কাশনযুক্ত জমি: ঘরের চারপাশের জমি যেন উঁচু ও শুষ্ক হয়, যাতে বর্ষাকালে পানি জমে স্যাঁতসেঁতে পরিবেশ তৈরি না হয়।
২. পর্যাপ্ত আলো-বাতাস: খামারে প্রচুর সূর্যরশ্মি ও তাজা বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা থাকতে হবে।
৩. দূরত্ব ও নিরাপত্তা: বসতবাড়ি থেকে সামান্য দূরে কিন্তু নিয়মিত নজরদারি করার মতো সুবিধাজনক স্থানে ঘর তৈরি করতে হবে।
৪. পানির উৎস: নিরবচ্ছিন্ন পরিষ্কার ও মিষ্টি পানির ব্যবস্থা থাকতে হবে।

ঘর নির্মাণের নিয়ম ও স্পেসিফিকেশন

ঘরের দিক সর্বদা পূর্ব-পশ্চিম হতে হবে। এতে দিনের বেলায় সরাসরি অতিরিক্ত ক্ষতিকর রোদ ভেতরে ঢুকবে না, আবার বায়ু চলাচলও ভালোভাবে হবে।

- মেঝের জায়গা:
    - মুক্ত পদ্ধতি: প্রতি মুরগির জন্য ১.০ থেকে ১.৫ বর্গফুট।
    - আধা-বদ্ধ পদ্ধতি: প্রতি মুরগির জন্য ২.০ থেকে ৩.০ বর্গফুট।
- চাল ও দেয়াল: চালার জন্য টিন, ছন বা খড় ব্যবহার করা যায়। টিনের নিচে বাঁশ বা কাঠের সিলিং দিলে ভেতরের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণে থাকে। দেয়ালের নিচের ১.৫–২ ফুট ইট বা বাঁশের বেড়া দিয়ে উপরে তারের নেট দিতে হবে।
- পার্চ **(Resting Perch):** দেশি মুরগি উঁচুতে রাতে বসতে পছন্দ করে। মাটি থেকে ২-৩ ফুট উঁচুতে বাঁশের খুঁটি অনুভূমিকভাবে বেঁধে দিন। প্রতি মুরগির জন্য ৮–১০ ইঞ্চি পার্চ স্পেস থাকা দরকার।
- ডিম পাড়ার বাক্স **(Nest Box):** প্রতি ৫টি মুরগির জন্য একটি করে ১২×১২×১২ ইঞ্চি পরিমাপের কাঠের বা প্লাস্টিকের বাক্স রাখুন। বাক্সের নিচে শুকনো খড় বা তুষ বিছিয়ে দিন।

৩. ব্রুডিং ও বাচ্চা ব্যবস্থাপনা

বাচ্চা বয়সের প্রথম ৪ সপ্তাহ মুরগির জীবনের সবচেয়ে সংবেদনশীল সময়। এই সময় কৃত্রিমভাবে তাপ দেওয়াকে ব্রুডিং বলা হয়।

কৃত্রিম তাপ ও ব্রুডার ব্যবস্থাপনা

একদিনের বাচ্চা সংগ্রহের পর তাদের দেহের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা থাকে না। তাই নিচে উল্লেখিত চার্ট অনুযায়ী তাপমাত্রার সামঞ্জস্য রাখতে হবে:

বাচ্চার বয়স	প্রয়োজনীয় তাপমাত্রা (সেলসিয়াস)	প্রয়োজনীয় তাপমাত্রা (ফারেনহাইট)
১ম সপ্তাহ	৩৫°C	৯৫°F

২য় সপ্তাহ	৩২°C	৯০°F
৩য় সপ্তাহ	২৯°C	৮৫°F
৪র্থ সপ্তাহ	২৬°C	৮০°F

বাচ্চার আচরণ দেখে তাপমাত্রা অনুধাবনের উপায়

- সঠিক তাপমাত্রা: বাচ্চারা পুরো ব্রুডার এলাকায় সমানভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে সতেজভাবে ঘুরে বেড়াবে।
- অতিরিক্ত ঠান্ডা: বাচ্চারা তাপের উৎসের (বাল্ব বা হিটার) নিচে একসাথে দলা পাকিয়ে থাকবে এবং কিচিরমিচির শব্দ করবে।
- অতিরিক্ত গরম: বাচ্চারা তাপের উৎস থেকে দূরে দেওয়ালের দিকে সরে যাবে, হাঁসফাঁস করবে এবং ডানা মেলে মেঝেতে শুয়ে থাকবে।

৪. খাদ্য ও পানি ব্যবস্থাপনা

দেশি মুরগির খাদ্যে প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট, ফ্যাট, ভিটামিন ও মিনারেলের সুষম ভারসাম্য থাকা জরুরি। উন্মুক্ত চরে খাওয়ানোর পাশাপাশি পরিমিত সম্পূরক খাদ্য দিলে মুরগির বৃদ্ধি ত্বরান্বিত হয়।

বয়সভিত্তিক খাদ্যের প্রকার ও চাহিদা

- স্টার্টার ফিড (০–৮ সপ্তাহ): উচ্চ প্রোটিনযুক্ত (২২%) খাদ্য দিতে হবে। দৈনিক গড়ে ১৫–৩০ গ্রাম।
- গ্রোয়ার ফিড (৮–২০ সপ্তাহ): দৈহিক গঠনের জন্য ১৮% প্রোটিন সমৃদ্ধ খাদ্য প্রয়োজন। দৈনিক ৩০–৫০ গ্রাম।
- লেয়ার ফিড (২০ সপ্তাহের পর): ডিম উৎপাদনের জন্য ১৬% প্রোটিন এবং পর্যাপ্ত ক্যালসিয়াম প্রয়োজন। দৈনিক ৫০–৮০ গ্রাম।

ঘরে তৈরি সুষম খাদ্যের ফর্মুলা (প্রতি ১০০ কেজি)

বাণিজ্যিক খাদ্যের ওপর নির্ভরতা কমিয়ে খামারিরা নিজেরাই সুষম খাবার তৈরি করতে পারেন:

- ভাঙা ভুট্টা: ৪৫ কেজি
- চালের কুঁড়া (Auto Rice Polish): ২০ কেজি
- গমের ভুসি: ১০ কেজি
- সয়াবিন মিল: ১৫ কেজি
- তিলের খৈল বা সরিষার খৈল: ৫ কেজি
- ঝিনুক বা শামুকের গুঁড়া: ৩ কেজি
- ডাই-ক্যালসিয়াম ফসফেট (DCP): ১ কেজি
- খাবার লবণ: ০.৫ কেজি
- ভিটামিন-মিনারেল প্রিমিক্স: ০.৫ কেজি

পানি ও ক্যালসিয়ামের প্রয়োজনীয়তা

একজন প্রাপ্তবয়স্ক দেশি মুরগি প্রতিদিন ২৫০ থেকে ৫০০ মিলি পরিষ্কার পানি পান করে। ডিমের খোসা মজবুত করতে এবং ক্যালসিয়ামের অভাবজনিত প্যারালাইসিস দূর করতে আলাদা পাত্রে পরিষ্কার ঝিনুকের গুঁড়া (Oyster Shell) বা সেদ্ধ ডিমের খোসার গুঁড়া রেখে দিন।

৫. প্রজনন ও ডিম ফোটানো পদ্ধতি

খামারের স্থায়ী প্রসারের জন্য মুরগির প্রজনন ব্যবস্থা সঠিকভাবে পরিচালনা করা জরুরি।

- মোরগ ও মুরগির অনুপাত: ডিম থেকে সুস্থ বাচ্চা পাওয়ার জন্য প্রতি ৮ থেকে ১০টি মুরগির জন্য ১টি শক্তিশালী ও সুস্থ মোরগ নিশ্চিত করতে হবে।

- স্বাভাবিক তা দেওয়া **(Natural Brooding):** দেশি কুঁড়ে (কুঁচে) মুরগির নিচে ১২–১৫টি পরিষ্কার, মাঝারি আকারের নিষিক্ত ডিম দিয়ে বাচ্চা ফোটানো যায়। ২১ দিনে ডিম ফোটে।

- কৃত্রিম ইনকিউবেটর পদ্ধতি: বাণিজ্যিক উৎপাদনের জন্য ইনকিউবেটর ব্যবহার করা ভালো।

    - তাপমাত্রা: ৩৭.৫°C থেকে ৩৮.০°C।
    - আর্দ্রতা: প্রথম ১৮ দিন ৬০-৬৫% এবং ১৯-২১ দিনে ৭০%।
    - ডিম ঘোরানো: প্রথম ১৮ দিন দৈনিক ৩–৫ বার ডিম ঘুরিয়ে দিতে হয়।

৬. টিকাদান কর্মসূচি (Vaccination Schedule)

রোগের সংক্রমণ প্রতিরোধই দেশি মুরগির খামারের সাফল্যের মূল চাবিকাঠি। সঠিক সময়ে নির্দিষ্ট নিয়মে টিকা প্রয়োগ করতে হবে।

মুরগির বয়স	রোগের নাম	টিকার নাম	প্রয়োগের মাধ্যম
৩–৫ দিন	মারেক্স রোগ	Marek's Vaccine	চামড়ার নিচে ইনজেকশন
৭ দিন	রানিক্ষেত (Newcastle)	RD / ND (F1/B1 Strain)	চোখ বা নাকে ফোঁটা
১৪ দিন	গামবোরো (IBD)	Gumboro Vaccine	খাবারের পানিতে
২১ দিন	ফাউল পক্স	Fowl Pox Vaccine	ডানার চামড়া ফুটো করে
৩৫ দিন	রানিক্ষেত (বুস্টার)	RD / ND (LaSota)	খাবারের পানিতে
৪২ দিন	গামবোরো (বুস্টার)	Gumboro Vaccine	খাবারের পানিতে

৮ম সপ্তাহ	ফাউল কলেরা	Fowl Cholera Vaccine	মাংসে ইনজেকশন
১৬–১৮ সপ্তাহ	রানিক্ষেত (বার্ষিক)	RD Killed Vaccine	মাংসে ইনজেকশন

৭. প্রধান রোগ, লক্ষণ ও চিকিৎসা ব্যবস্থাপনা

দেশি মুরগির রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বেশি হলেও কিছু সংক্রামক ব্যাধিতে খামার মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

দেশি মুরগির প্রধান রোগব্যাধি

▼ Viral Diseases (ভয়াবহ সংক্রামক)
├─ রানিক্ষেত (ND)
├─ গামবোরো (IBD)
└─ ফাউল পক্স

▼ Bacterial Diseases (চিকিৎসাযোগ্য)
├─ ফাউল কলেরা
└─ মাইকোপ্লাজমোসিস (CRD)

▼ Parasitic Diseases (নিয়ন্ত্রণযোগ্য)
├─ কক্সিডিওসিস (রক্ত আমাশয়)
└─ কৃমি ও অভ্যন্তরীণ পরজীবী

১. রানিক্ষেত **(Newcastle Disease)**

- লক্ষণ: শ্বাসকষ্ট, হাঁচি, সবুজ ও পানির মতো পাতলা পায়খানা, ঘাড় বাঁকা হয়ে যাওয়া এবং দ্রুত মৃত্যু।
- চিকিৎসা: নির্দিষ্ট কোনো ভাইরাল চিকিৎসা নেই। সহায়ক হিসেবে ইলেক্ট্রোলাইট ও ভিটামিন দিতে হয়। একমাত্র প্রতিরোধ হলো সময়মতো টিকা দেওয়া।

২. গামবোরো **(IBD)**

- লক্ষণ: মুরগি বিষণ্ণ হয়ে ডানা ঝুপে বসে থাকে, তীব্র পানির তৃষ্ণা পায় এবং সাদা-হলুদাভ পায়খানা করে।
- চিকিৎসা: পানিতে ইলেক্ট্রোলাইট, ভিটামিন সি এবং রেনাল ফ্লাশার মিশিয়ে দিতে হবে।

৩. কক্সিডিওসিস বা রক্ত আমাশয়

- লক্ষণ: ডানা ঝুলে পড়া, পালক ফুলিয়ে রাখা, খাবারে অরুচি এবং রক্তমিশ্রিত বা গাঢ় খয়েরি পায়খানা।
- চিকিৎসা: পশু চিকিৎসকের পরামর্শে অ্যামপ্রোলিয়াম (Amprolium) বা সালফাডিমিডিন (Sulphadimidine) জাতীয় ওষুধ দ্রুত প্রয়োগ করতে হবে।

৪. পরজীবী ও কৃমি নিয়ন্ত্রণ

- প্রতি ৩ মাস পর পর নিয়মিত কৃমিনাশক (যেমন: Fenbendazole বা Piperazine) প্রয়োগ করতে হবে।
- বাহ্যিক উকুন ও আঠাল দূর করার জন্য ঘরে ছাই ও বালির নালা তৈরি করে দিন, যাতে মুরগি নিজে নিজেই "ডাস্ট বাথ" (Dust Bath) নিতে পারে।

৮. স্বাস্থ্যবিধি ও জৈব নিরাপত্তা **(Biosecurity)**

খামারে রোগজীবাণু প্রবেশ সম্পূর্ণ বন্ধ করাই হলো জৈব নিরাপত্তা।

- কোয়ারেন্টাইন: খামারে বাইরে থেকে নতুন মুরগি আনলে তা মূল পাল থেকে অন্তত ১৪ দিন আলাদা স্থানে রেখে পর্যবেক্ষণ করতে হবে।
- পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা: লিটার (মেঝের তুষ বা কাঠের গুঁড়া) সবসময় শুকনো রাখতে হবে। ভিজা লিটার কক্সিডিওসিস ও অ্যামোনিয়া গ্যাসের প্রধান উৎস।

- জীবাণুমুক্তকরণ: প্রতি সপ্তাহে অন্তত একবার উপ উপযুক্ত জীবাণুনাশক স্প্রে (যেমন: পটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেট বা কোয়াটারনারি অ্যামোনিয়াম) দিয়ে শেড পরিষ্কার করুন।
- মৃত মুরগির সৎকার: মৃত মুরগি কোনো অবস্থাতেই খোলা জায়গায় ফেলা যাবে না; এটি গভীর গর্ত করে মাটিতে পুঁতে বা পুড়িয়ে ফেলতে হবে।

৯. অর্থনৈতিক হিসাব ও সম্ভাব্যতা (১০০টি মুরগির খামার)

একটি ১০০টি দেশি মুরগির মাঝারি খামারের সম্ভাব্য খরচ ও লাভের একটি আনুমানিক মডেল নিচে পেশ করা হলো:

প্রাথমিক বিনিয়োগ (এককালীন)

- ঘর নির্মাণ ও বেড়া (স্থানীয় বাঁশ, টিন ও কাঠ): ১৫,০০০ – ২০,০০০ টাকা
- ১ দিন বয়সী সুস্থ বাচ্চা ক্রয় (১০০টি × ৪০ টাকা): ৪,০০০ টাকা
- ব্রুডার ও অন্যান্য সরঞ্জাম (পাত্র, থার্মোমিটার): ২,০০০ টাকা
- মোট প্রাথমিক খরচ: ২১,০০০ – ২৬,০০০ টাকা

চলতি খরচ (প্রথম ৬ মাস)

- সুষম খাদ্য ও সম্পূরক খাদ্য খরচ: ২০,০০০ – ২৫,০০০ টাকা
- টিকা, কৃমিনাশক ও ওষুধপত্র: ২,০০০ – ৩,০০০ টাকা
- বিবিধ খরচ: ১,০০০ টাকা
- মোট ৬ মাসের পরিচালন খরচ: ২৩,০০০ – ২৯,০০০ টাকা

সম্ভাব্য আয় (৬ মাস পর থেকে)

- মাংস বিক্রি: ৬ মাস পর গড়ে ১.২ কেজি ওজনের ৭০টি মুরগি/মোরগ বিক্রি (প্রতি কেজি ৪৫০ টাকা ধরে): ৩৭,৮০০ টাকা।

- ডিম বিক্রি: অবশিষ্ট ৩০টি ডিম্পাড়া মুরগি থেকে মাসে গড়ে ৪০০–৪৫০টি ডিম বিক্রি (প্রতিটি ১৫ টাকা ধরে): ৬,০০০ – ৬,৭৫০ টাকা/মাস।

- সার বিক্রি: মুরগির বিষ্ঠা উৎকৃষ্ট জৈব সার হিসেবে স্থানীয় কৃষকদের কাছে বিক্রি করা যায়।

সারসংক্ষেপ: সঠিক পরিচর্যায় ১ম বছর থেকেই প্রাথমিক মূলধন উঠে এসে নিট লাভ শুরু হয়। বছর শেষে ১০০টি মুরগির পাল থেকে গড়ে ৪০,০০০ থেকে ৬০,০০০ টাকা নিট মুনাফা অর্জন সম্ভব।

১০. সফলতার ১০টি গোল্ডেন রুলস

১. ছোট থেকে শুরু করুন: শুরুতেই হাজার হাজার মুরগি না তুলে ২০–৫০টি দিয়ে শুরু করে অভিজ্ঞতা অর্জন করুন।

২. টিকা দিন নিয়ম মেনে: 'রোগ আসার পর চিকিৎসা' নয়, 'রোগ যেন না আসে' সেই নীতিতে টিকাদান নিশ্চিত করুন।

৩. নিয়মিত পর্যবেক্ষণ: প্রতিদিন সকালে খাবার ও পানি দেওয়ার সময় প্রতিটির চালচলন মনোযোগ দিয়ে দেখুন।

৪. শুষ্ক লিটার বজায় রাখুন: স্যাঁতসেঁতে লিটার রোগের আখড়া। লিটার সবসময় ঝরঝরে রাখুন।

৫. বিশুদ্ধ পানি: নোংরা পানি সব রোগের মূল। পাত্র প্রতিদিন ধুয়ে তাজা পানি দিন।

৬. সুষম খাদ্য: শুধু চরে খাওয়া বা চালের ওপর নির্ভর না করে প্রোটিন ও ক্যালসিয়াম নিশ্চিত করুন।

৭. পর্যাপ্ত আলো: ডিমের উৎপাদন ধরে রাখতে দৈনিক অন্তত ১৪–১৬ ঘন্টা আলো (প্রাকৃতিক + কৃত্রিম) প্রয়োজন।

৮. রেকর্ড বুক রাখুন: কত খরচ হলো, কয়টি ডিম এলো, কয়টি মারা গেল—সব ডায়েরিতে হিসাব রাখুন।

৯. বাজার ব্যবস্থা নিশ্চিত করুন: বিক্রির উপযুক্ত সময় ও স্থানীয় পাইকারি/খুচরা বাজার আগে থেকেই চিনে রাখুন।

১০. ধৈর্য ধারণ করুন: দেশি মুরগির শারীরিক বৃদ্ধি বয়লারের মতো দ্রুত নয়; তাই ধৈর্য ধরে পরিচর্যা চালিয়ে যেতে হবে।

সাধারণ জিজ্ঞাসা ও উত্তর (FAQs)

দেশি মুরগির ডিমে তা দেওয়া ছাড়া কি কৃত্রিম উপায়ে বেশি বাচ্চা ফোটানো সম্ভব?

হ্যাঁ, ছোট বা মাঝারি আকারের সোলার/ইলেকট্রিক ইনকিউবেটর ব্যবহার করে কৃত্রিম উপায়ে ৯০-৯৫% ডিম থেকে বাচ্চা ফোটানো সম্ভব। এতে মুরগি তা দেওয়ার কাজে আটকে না থেকে দ্রুত পুনরায় ডিম দেওয়া শুরু করে।

দেশি মুরগিকে কি শুধু চাল ও গম খাইয়ে লাভজনক খামার করা সম্ভব?

না। শুধু চাল বা গম দিলে মুরগির দ্রুত বৃদ্ধি বা আশানুরূপ ডিম পাওয়া যায় না। শরীর গঠন ও ডিমের জন্য প্রোটিন, ক্যালসিয়াম ও ভিটামিনের প্রয়োজন হয়। তাই ঘরে তৈরি সুষম খাদ্য বা সম্পূরক ফিড সরবরাহ করা জরুরি।

বর্ষাকালে মুরগির ঠান্ডা ও আমাশয় প্রতিরোধে কী করণীয়?

বর্ষাকালে খামারের লিটার শুকনো রাখতে প্রতিদিন তা উল্টে দিতে হবে। কোনোভাবেই ভিজে যেতে দেওয়া যাবে না। পানিতে লাইসোভিট বা ভিটামিন সি এবং স্যালাইন মিশিয়ে দিলে এবং কক্সিডিওসিস প্রতিরোধে আগাম ব্যবস্থা নিলে খামার নিরাপদ থাকে।

দেশি মুরগির বাচ্চা কত দিনে বিক্রির উপযোগী হয়?

দেশি মুরগি সাধারণত ৫ থেকে ৬ মাসের মধ্যে ১.২ কেজি থেকে ১.৫ কেজি ওজনের হয় এবং বাজারজাতকরণের জন্য উপযোগী হয়ে ওঠে।

খামারে মুরগির ডিম উৎপাদন কমে গেলে কী করা উচিত?

আলো বা খাদ্যে ক্যালসিয়াম ও প্রোটিনের অভাব হলে ডিম উৎপাদন কমে যায়। দৈনিক ১৪-১৬ ঘণ্টা আলো (প্রাকৃতিক আলো + সন্ধ্যায় কৃত্রিম আলো) নিশ্চিত করতে হবে এবং খাবারে ঝিনুকের গুঁড়া ও ভিটামিন এ-ডি-ই যোগ করতে হবে।

উপসংহার

দেশি মুরগি পালন বাংলাদেশের গ্রামীণ ও আধা-শহুরে অর্থনীতিতে এক নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করেছে। সঠিক বৈজ্ঞানিক জ্ঞান, নিয়মিত টিকাদান, স্বাস্থ্যকর পরিবেশ এবং পরিকল্পিত বিপণন নিশ্চিত করতে পারলে খুব অল্প বিনিয়োগেই এটি একটি অত্যন্ত লাভজনক ও স্থায়ী ব্যবসায় পরিণত হয়।

ঐতিহ্যবাহী পদ্ধতির সাথে আধুনিক ব্যবস্থাপনার সঠিক মেলবন্ধন ঘটিয়ে আপনিও একজন সফল দেশি মুরগির খামারি হয়ে উঠতে পারেন।